



প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতির প্রভাব: শিশু-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি

Mainuddin Mondal

Student, Email: mainuddinmondal@gmail.com

সারসংক্ষেপ:

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বুদ্ধিবৃত্তিক, ভাষাগত, সামাজিক, আবেগগত এবং সৃজনশীল বিকাশের ভিত্তি স্থাপন করে। এই পর্যায়ে শিশুরা নতুন ধারণা গ্রহণ করে, সমস্যা সমাধান শিখে এবং নিজস্ব চিন্তাশক্তি বিকাশ ঘটায়। গবেষণায় দেখা যায় যে সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কেবল জ্ঞান গ্রহণকারী নয়, বরং সক্রিয় অংশগ্রহণকারী ও জ্ঞান গঠনের সহ-স্রষ্টা হিসেবে উদ্ভূত হয়। প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষে শিল্পকলা, নাট্যচর্চা, গল্পকথন, প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম এবং দলীয় সংলাপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা নতুন শব্দ শেখে, বাক্যগঠন শিখে, বিশ্লেষণ এবং যুক্তি প্রয়োগ করে। পাশাপাশি, এই পদ্ধতি শিশুর সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, সৃজনশীলতা, সামাজিক দক্ষতা, আত্মবিশ্বাস এবং আবেগ নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি করে। NEP 2020 এবং NCF 2023-এর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী শিশু-কেন্দ্রিক, অংশগ্রহণমূলক এবং আনন্দময় শিক্ষার জন্য এই পদ্ধতি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। সংক্ষেপে, প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনশীল শিক্ষণ শিশুদের সার্বিক বিকাশ ও জীবনব্যাপী শেখার প্রতি আগ্রহ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে কার্যকর এবং অপরিহার্য ভূমিকা রাখে।

মূল শব্দ : প্রাথমিক শিক্ষা, সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি, শিশু-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ, সামাজিক ও আবেগগত দক্ষতা।

ভূমিকা:

প্রাথমিক শিক্ষা শিশুর বৌদ্ধিক, সামাজিক, আবেগগত এবং সৃজনশীল বিকাশের ভিত্তি রূপে কাজ করে। শিশুরা যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করে, তখন যে অভিজ্ঞতাগুলো অর্জন করে তা তাদের জীবনভর শেখার অভ্যাস, ব্যক্তিত্বের গঠন এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতার উপর গভীর প্রভাব ফেলে। ঐতিহ্যগতভাবে, প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান প্রায়শই মেমোরাইজেশন এবং গৃহীত নির্দেশনার উপর নির্ভরশীল থাকে, যা শিক্ষার্থীদের সক্রিয়ভাবে জ্ঞান নির্মাণ বা স্বাধীন চিন্তার বিকাশের সুযোগ সীমিত করে।

তবে, আধুনিক শিক্ষাগত পরিপ্রেক্ষিতে সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব ক্রমবর্ধমানভাবে স্বীকৃত হয়েছে, কারণ এটি সক্রিয়, শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার উন্নয়নে অপরিহার্য হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে। সৃজনশীল শিক্ষণ কেবল একটি পাঠদান পদ্ধতি নয়; এটি এমন একটি অভিজ্ঞতা যা কল্পনা, উদ্ভাবন, অনুসন্ধান এবং স্ব-প্রকাশকে শিক্ষার প্রক্রিয়ায় একত্রিত করে। শিশু-কেন্দ্রিক

শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থী জ্ঞান গ্রহণকারী হিসেবে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং অর্থের সহ-নির্মাণকারী হিসেবে অংশ নেয়। এই দৃষ্টিভঙ্গি শিক্ষার কেন্দ্রে শিশুর রুচি, সক্ষমতা এবং অভিজ্ঞতাকে রেখে একটি সমগ্রমুখী বিকাশ নিশ্চিত করে, যা বৌদ্ধিক, ভাষাগত, সামাজিক এবং আবেগগত উন্নয়নকে অন্তর্ভুক্ত করে।

গবেষণা ধারাবাহিকভাবে নির্দেশ করে যে সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি শিশুর সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, সমস্যা সমাধানের দক্ষতা এবং আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। যখন শিশুদেরকে চিত্রকলা, নাট্যচর্চা, গল্পকথন, প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রম এবং সংলাপে যুক্ত হতে উৎসাহিত করা হয়, তখন তারা ঐতিহ্যগত সাক্ষরতা ও গণিত দক্ষতার বাইরে এমন দক্ষতা অর্জন করে যা জীবনভর শেখার আগ্রহ এবং সৃজনশীল মনোভাব গড়ে তোলে।

সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতির সংজ্ঞা ও গুরুত্ব:

সৃজনশীল শিক্ষণ এমন একটি শিক্ষণ কৌশল, যা শিক্ষার্থীদের স্বাধীনভাবে অনুসন্ধান, পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং নিজস্ব ধারণা প্রকাশ করার সুযোগ দেয়, শুধুমাত্র কাঠামোবদ্ধ নির্দেশনার উপর নির্ভরশীল না থেকে। মূলত, এটি একটি শিশু-কেন্দ্রিক পদ্ধতি, যা উদ্ভাবন, কৌতূহল এবং ব্যক্তিগত অংশগ্রহণকে গুরুত্ব দেয়।

হাওয়ার্ড গার্ডনার-এর বহু-বুদ্ধিমত্তা তত্ত্ব শিশুরা যে বৈচিত্র্যময় জ্ঞান ও ক্ষমতার অধিকারী—যেমন ভাষাগত, যৌক্তিক-গণিতমূলক, সঙ্গীত, স্থানিক, শারীরিক-গতি, আন্তঃব্যক্তিগত, অন্তঃব্যক্তিগত এবং প্রাকৃতিক বুদ্ধিমত্তা—তাকে স্বীকৃতি দেয়। সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি এই বহু-বুদ্ধিমত্তার প্রতিটি দিককে সমর্থন করে, যেখানে শিশুদেরকে বিভিন্ন মাধ্যম—যেমন চিত্রকলা, গল্পকথন, সঙ্গীত, দলভিত্তিক প্রকল্প, এবং হাতে-কলমে কার্যক্রম—মাধ্যমে শেখার অভিজ্ঞতা প্রদানের সুযোগ দেওয়া হয়।

জঁ পিয়াজে-এর জ্ঞান-গঠন তত্ত্ব আরও নিশ্চিত করে যে শিশু-কেন্দ্রিক সৃজনশীল শিক্ষণ অত্যন্ত মূল্যবান। পিয়াজে অনুযায়ী, শিশু তার পরিবেশের সাথে অন্তঃক্রিয়ার মাধ্যমে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান তৈরি করে। সমস্যা সমাধান, রোল-প্লেয়িং, এবং কল্পনামূলক কার্যক্রমের মতো সৃজনশীল ক্রিয়াকলাপ শিশুকে নতুন তথ্যকে পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করতে এবং ধারণাগত বোধ ও বৌদ্ধিক নমনীয়তা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

শিক্ষায় শিশু-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি:

শিশু-কেন্দ্রিক পদ্ধতি শিক্ষার এমন একটি দৃষ্টিভঙ্গি যা প্রতিটি শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত চাহিদা, আগ্রহ, সক্ষমতা এবং শেখার ধরনকে কেন্দ্রে রাখে। এটি প্রচলিত এক-আকার-সবার জন্য (one-size-fits-all) মডেলের পরিবর্তে ব্যক্তিগতকৃত ও পারস্পরিক ক্রিয়াশীল শেখার পথকে উৎসাহিত করে। এই পদ্ধতিতে শিশুদের কেবল তথ্য গ্রহণকারী হিসেবে দেখা হয় না, বরং তাদেরকে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী, অন্বেষক এবং অর্থপূর্ণ শেখার সহ-নির্মাণকারী হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিশুরা যখন নিজের আগ্রহ ও প্রাকৃতিক কৌতূহল অনুসারে শেখার সুযোগ পায়, তখন তাদের মৌলিক ও সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা এবং সৃজনশীলতা বিকাশ পায়।

শিশু-কেন্দ্রিক শ্রেণীকক্ষে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো গুরুত্বপূর্ণ:

1. **সক্রিয় অংশগ্রহণ:** শিশু কেবল পাঠ শুনে সীমাবদ্ধ থাকে না, বরং কার্যক্রমে সরাসরি অংশগ্রহণ করে। তারা প্রশ্ন করে, ধারণা যাচাই করে, সমাধান খোঁজে এবং নিজের শেখার প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত থাকে। এভাবে শিক্ষণ শুধু তথ্য সরবরাহের কাজ নয়, বরং অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক শিখন প্রক্রিয়া হয়ে ওঠে।

2. **সহযোগিতামূলক শেখা:** শিশুদের মধ্যে দলীয় আলোচনা, যৌথ প্রকল্প ও সহপাঠী প্রতিক্রিয়া শিক্ষার অংশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এটি তাদের সামাজিক দক্ষতা, যোগাযোগ ক্ষমতা, দলবদ্ধ কাজ করার ক্ষমতা এবং মতবিনিময় করার অভ্যাস বৃদ্ধি করে। শিশু শেখে একে অপরের দৃষ্টিভঙ্গি বোঝা, মতবিরোধ সমাধান করা এবং যৌথভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া।
3. **অনুসন্ধানভিত্তিক শেখা:** শিশুরা প্রশ্ন করার, সমাধান খোঁজার এবং অভিজ্ঞতার প্রতিফলন করার মাধ্যমে শেখে। এই পদ্ধতি তাদের সমালোচনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাশক্তি বিকাশে সহায়ক। শিশু কেবল তথ্য মনে রাখে না, বরং তা বিশ্লেষণ করে, তুলনা করে এবং নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার যোগ্যতা অর্জন করে।
4. **সৃজনশীল কার্যক্রমের সংযোজন:** শিল্পকলা, নাট্যচর্চা, গল্পকথন, এবং প্রকল্পভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশু বহুমাত্রিকভাবে জ্ঞান প্রকাশ করতে শেখে। তারা কল্পনা, আবেগ, এবং ধারণাগুলো বিভিন্ন মাধ্যমের মাধ্যমে উপস্থাপন করে, যা তাদের সৃজনশীলতা এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতাকে শক্তিশালী করে।

শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা কেবল জ্ঞান প্রদানকারী নয়, বরং গাইড, ফ্যাসিলিটেটর ও সহ-শিক্ষক হিসেবে বিবেচিত হয়, যারা শিশুদের শেখার প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা, উৎসাহ এবং সৃজনশীলতা বজায় রাখতে সহায়তা করে। এই দৃষ্টিভঙ্গি শিশুর সামগ্রিক বিকাশকে সমর্থন করে—যাতে তারা সক্রিয়, আত্মনির্ভর, সমালোচনামূলক চিন্তাশীল এবং সৃজনশীল ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে ওঠে।

সাংখ্যিক ও ভাষাগত বিকাশে প্রভাব:

সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি শিশুদের সাংখ্যিক ক্ষমতা ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, বিশেষত প্রাথমিক পর্যায়ে যখন মস্তিষ্কের মৌলিক কাঠামো গঠিত হয়। শিক্ষার্থীদেরকে এমন কার্যক্রমে যুক্ত করা হয় যা উচ্চতর স্তরের চিন্তাশক্তি প্রয়োজন—যেমন বিশ্লেষণ, সংমিশ্রণ, মূল্যায়ন এবং সমস্যা সমাধান—যা শুধুমাত্র মুখস্থ করার বাইরে মেধা বিকাশকে প্ররোচিত করে। উদাহরণস্বরূপ, গল্প বলার অনুশীলন শিশুদেরকে ঘটনাগুলোকে যৌক্তিকভাবে সাজাতে, কারণ-ফল সম্পর্ক চিহ্নিত করতে, ফলাফলের পূর্বাভাস করতে এবং পূর্বাভাস তৈরি করতে সাহায্য করে, যা তাদের সাংখ্যিক নমনীয়তা এবং সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি বৃদ্ধি করে। অনুরূপভাবে, নাট্যচর্চা এবং রোল-প্লে মেমরি, কল্পনা ও পরিকল্পনার সমন্বিত ব্যবহার দাবি করে, যা সমন্বিত চিন্তাশক্তি বিকাশে সহায়ক।

ভাষাগত বিকাশও সৃজনশীল ও ইন্টারঅ্যাকটিভ কৌশলের মাধ্যমে শক্তিশালী হয়। সহযোগিতামূলক গল্পকথন, সহপাঠী সংলাপ, প্রেজেন্টেশন এবং বিতর্ক শিশুরা নতুন শব্দাবলি ব্যবহার, বাক্য গঠন পরীক্ষা এবং উচ্চারণ শুদ্ধ করার সুযোগ দেয়। মুখস্থ অনুশীলনের বিপরীতে, এই পদ্ধতিগুলো শিশুদেরকে উদ্দেশ্যমূলক ভাষা ব্যবহার করে ভাবনা প্রকাশ, অভিজ্ঞতা বর্ণনা এবং অর্থ সংলাপ করতে শেখায়। সৃজনশীল শ্রেণীকক্ষের নিরাপদ ও উৎসাহজনক পরিবেশ শিশুদের চিন্তাভাবনা মৌখিকভাবে প্রকাশ, দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করা এবং প্রতিফলনমূলক আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে সক্ষম করে, যা মৌখিক ও লিখিত যোগাযোগ দক্ষতা উন্নত করে। সময়ের সঙ্গে, এই অভিজ্ঞতা ভাষা প্রাঞ্জলতা, আত্মবিশ্বাস এবং সংহত গল্প তৈরির ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

আরও উল্লেখযোগ্য, সৃজনশীল কার্যক্রম মেটাকগনিশন বা আত্মচিন্তাভাবনা উন্নত করে—শিশুরা তাদের চিন্তাপ্রক্রিয়া সচেতন হয়, শেখার কৌশল পর্যালোচনা করে এবং সমস্যা সমাধানে কার্যকরভাবে পদ্ধতি পরিবর্তন করে। সৃজনশীলতার মাধ্যমে অর্জিত

সাংখ্যিক লাভ পূর্ণাঙ্গ হয়, যা কেবল যৌক্তিক বিশ্লেষণ নয়, কল্পনামাশক্তি, ধারণাগত বোঝাপড়া এবং বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাশক্তিকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

সামাজিক ও আবেগগত বিকাশে প্রভাব:

শিশু-কেন্দ্রিক, সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি সামাজিক দক্ষতা ও আবেগগত বুদ্ধিমত্তা বৃদ্ধি করে। দলীয় কার্যক্রম, যৌথ প্রকল্প ও সহপাঠী পারস্পরিক ক্রিয়া শিশুদের শেখায় সক্রিয়ভাবে শোনা, ভিন্নমতের প্রতি শ্রদ্ধা, সমাধান নিয়ে আলোচনা এবং যৌথভাবে কাজ করা। নাট্যচর্চা, রোল-প্লে এবং সিমুলেশন অনুশীলন সহানুভূতি, দৃষ্টিকোণ বোঝা এবং দ্বন্দ্ব সমাধান অনুশীলনের সুযোগ দেয়। উদাহরণস্বরূপ, নাটকে বিভিন্ন চরিত্রের অভিনয় শিশুদের ভাষা, আবেগ, এবং আন্তঃসম্পর্ক বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে, যা সামাজিক সচেতনতা ও আবেগগত সংবেদনশীলতা উন্নত করে।

সৃজনশীল শিক্ষণ শিশুদের আত্মবিশ্বাস, স্ব-প্রকাশ এবং সহনশীলতা বাড়ায়। শিশুদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা, ধারণা প্রকাশ করা এবং প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করা উৎসাহিত করা হয়, যা ভয় দূর করে এবং উদ্ভাবনী মনোভাব গড়ে তোলে। প্রচলিত পদ্ধতির বিপরীতে, যা ভুলের জন্য শাস্তি দেয়, সৃজনশীল পদ্ধতি ভুলকে শেখার সুযোগ হিসেবে ধরে, শিশুদেরকে বুঝি নেওয়া, উদ্ভাবন এবং ট্রায়াল ও এরর থেকে শেখা শেখায়। এটি একটি বৃদ্ধিমূলক মনোভাব (Growth Mindset) গড়ে তোলে, যেখানে চ্যালেঞ্জকে বাধা নয়, উন্নতির সুযোগ হিসেবে দেখা হয়।

এছাড়াও, সৃজনশীল শিক্ষণ উদ্বেগ কমায় এবং শিক্ষার সঙ্গে ইতিবাচক আবেগগত সম্পৃক্তি বৃদ্ধি করে। যখন শিশু কার্যক্রমকে আনন্দময় এবং অর্থপূর্ণ মনে করে, তখন তাদের অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনা, অংশগ্রহণ, মনোযোগ এবং শেখার ভালোবাসা বৃদ্ধি পায়। আবেগ নিয়ন্ত্রণ, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং সহযোগী আচরণ—সবই এই প্রক্রিয়ায় বিকাশিত হয়। এই অভিজ্ঞতা শিশুদের শুধু শিক্ষাগত সফলতার জন্য নয়, বাস্তব জীবনের অভিযোজন, উদ্ভাবনীতা এবং আন্তঃসম্পর্ক দক্ষতার জন্যও প্রস্তুত করে।

সৃজনশীল শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগে:

প্রাথমিক শ্রেণীকক্ষে সৃজনশীল শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগ করা শিশুদের সাংখ্যিক, আবেগগত ও সামাজিক বিকাশে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে। এই কৌশলগুলো শুধুমাত্র জ্ঞান অর্জনে সহায়ক নয়, বরং সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, সমস্যা সমাধান, কল্পনামাশক্তি এবং যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশেও ভূমিকা রাখে। শিশু-কেন্দ্রিক সৃজনশীল শিক্ষণ পরিবেশ তৈরি করতে যা কার্যকরী হিসেবে বিবেচিত হয়, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

১. শিল্পকলা ও দৃশ্য প্রকাশ: শিল্প-ভিত্তিক কার্যক্রম যেমন: চিত্রাঙ্কন, চিত্রকলা, ভাস্কর্য ও মডেলিং, শিশুদেরকে ধারণা, ভাবনা এবং আবেগ দৃশ্যগতভাবে প্রকাশ করার সুযোগ দেয়। এই কার্যক্রম শিশুদের কল্পনা ও ধারণাগত বোঝাপড়া উন্নত করে, কারণ তারা নিজেদের অভিজ্ঞতা সৃজনশীলভাবে অনুবাদ করতে শেখে। উদাহরণস্বরূপ, শিশু যখন কোনও গল্প চিত্রায়িত করে, তারা চরিত্র, ঘটনা ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে, যা বোঝাপড়া ও স্মৃতিশক্তি বাড়ায়। শিল্পকলা শিশুদের সূক্ষ্ম মোটর স্কিল, স্থানগত সচেতনতা ও নান্দনিক বোধও উন্নত করে। এছাড়াও, যারা মৌখিকভাবে প্রকাশে অসুবিধা অনুভব করে, তারা গভীর এবং জটিল ভাবনা দৃশ্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে, যা সাংখ্যিক ও ভাষাগত বিকাশকে সমর্থন করে।

২. গল্পকথন ও নাট্যচর্চা: গল্পকথন এবং নাট্যচর্চা ভাষাগত বিকাশ, সৃজনশীলতা ও আবেগ প্রকাশে অত্যন্ত কার্যকর। গল্পকথনের সময় শিশুরা নতুন শব্দ, সঠিক বাক্য গঠন ও যৌক্তিক ক্রম ব্যবহার করে গল্প রচনা করে। নাট্যচর্চা, রোল-প্লে এবং পাপেট শো শিশুদেরকে চরিত্রের সঙ্গে অভিব্যক্তি সংযুক্ত করতে, ভিন্ন দৃষ্টিকোণ বোঝার এবং আবেগ বাস্তবভাবে প্রকাশ করতে সহায়তা

করে। এই অভিজ্ঞতামূলক শেখার প্রক্রিয়া মৌখিক প্রাঞ্জলতা, শ্রবণ দক্ষতা ও গল্প বলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। নাট্যচর্চা শিশুদের সহানুভূতি, আত্মবিশ্বাস এবং দলগত কাজের ক্ষমতাও উন্নত করে, কারণ তারা চরিত্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে, সহপাঠীর সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং আকস্মিক পরিস্থিতিতে সাড়া দেয়। গল্পকথন ও নাট্যচর্চা শিক্ষাকে মনোজ্ঞ, অংশগ্রহণমূলক এবং আনন্দদায়ক করে তোলে।

৩. প্রকল্পভিত্তিক শেখা: প্রকল্পভিত্তিক শেখায় শিশুরা বাস্তবজগতের সমস্যা বা সৃজনশীল কার্যক্রমে দীর্ঘমেয়াদী কাজ করে, যা প্রায়শই একটি স্পষ্ট ফলাফল বা উপস্থাপনায় culminate করে। এই পদ্ধতি শিশুদেরকে গবেষণা, অনুসন্ধান এবং জ্ঞান প্রয়োগে সহযোগীভাবে যুক্ত করে, যা বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাশক্তি এবং সমস্যা সমাধান দক্ষতা উন্নত করে। উদাহরণস্বরূপ, “আমাদের সম্প্রদায়ে পুনঃচক্রণ” নামে একটি প্রকল্পে শিশুদের পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ, দলীয় আলোচনা ও উপস্থাপনায় অংশ নিতে হয়, যা বিজ্ঞান, ভাষা ও সমাজবিজ্ঞান একত্রিত করার সুযোগ দেয়। PBL শিশুদের দায়িত্ব, পরিকল্পনা, দলবদ্ধ কাজ এবং স্বাধীন চিন্তাধারা বিকাশ করে, পাশাপাশি 21তম শতাব্দীর প্রয়োজনীয় দক্ষতা যেমন অভিযোজন, সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনও বৃদ্ধি করে।

৪. সংলাপ ও আলোচনা: শ্রেণীকক্ষে গঠনমূলক এবং অনানুষ্ঠানিক আলোচনা শিশুদের ভাবনা প্রকাশ, সক্রিয় শ্রবণ ও সমালোচনামূলক মূল্যায়ন শেখায়। শিক্ষক প্রশ্নোত্তর, বিতর্ক বা ছোট দলীয় আলোচনা ব্যবহার করে অংশগ্রহণ উৎসাহিত করতে পারেন। এই ধরনের ক্রিয়াকলাপ মৌখিক যোগাযোগ, বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাশক্তি এবং সামাজিক সচেতনতা উন্নত করে। সংলাপভিত্তিক শেখা ধারণা বিনিময়, সম্মানজনক মতবিরোধ এবং অনুসন্ধান সংস্কৃতিও প্রচার করে। সহপাঠীর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি প্রতিফলনমূলক মনোভাব শিশুদের সহানুভূতি, বোঝাপড়া এবং যুক্তিপূর্ণ বিতর্ক তৈরি শেখায়, যা শিক্ষাগত ও সামাজিক সফলতার জন্য অপরিহার্য।

৫. সমস্যা সমাধান কার্যক্রম : সমস্যা সমাধানের অনুশীলন যেমন পাজল, লজিক খেলা, পরিস্থিতিভিত্তিক চ্যালেঞ্জ এবং সিমুলেশন শিশুর তর্কশক্তি, সৃজনশীলতা এবং কৌশলগত চিন্তাভাবনা উন্নত করে। শিশু শেখে সমস্যা পদ্ধতিগতভাবে মোকাবিলা করতে, একাধিক সমাধান বিবেচনা করতে এবং ফলাফল মূল্যায়ন করতে। উদাহরণস্বরূপ, গণিত খেলা, বিজ্ঞান পরীক্ষা বা কাল্পনিক সামাজিক পরিস্থিতি শিশুদেরকে সহযোগিতা, বিচক্ষণ চিন্তা এবং নতুন প্রেক্ষাপটে জ্ঞান প্রয়োগ করতে উৎসাহিত করে। সমস্যা সমাধানের কার্যক্রম মেধাগত নমনীয়তা বৃদ্ধি করে, পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, সহনশীলতা এবং সহনশীলতাও গড়ে তোলে, কারণ শিশু নিরাপদ এবং সমর্থনমূলক পরিবেশে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে।

নীতিমালা ও পাঠ্যক্রমের প্রাসঙ্গিকতা:

ভারতের প্রাথমিক শিক্ষায় জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP 2020) এবং জাতীয় কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক (NCF 2023) একটি পরিবর্তনমূলক দৃষ্টি নিয়ে এসেছে। উভয় নীতি শিক্ষায় শিশু-কেন্দ্রিক, অভিজ্ঞতাভিত্তিক এবং আনন্দময় শিক্ষাকে গুরুত্ব দেয়, যেখানে রটনাভিত্তিক শিক্ষণ এবং শিক্ষক-কেন্দ্রিক শ্রেণীকক্ষের ধারা থেকে সরে আসা লক্ষ্য করা হয়েছে। নীতিমালাগুলো প্রস্তাব করে যে শিক্ষা কেবলমাত্র জ্ঞান হস্তান্তর নয়, বরং এটি একটি সার্বিক প্রক্রিয়া, যা সৃজনশীলতা, সমালোচনামূলক চিন্তাশক্তি, আবেগবুদ্ধিমত্তা এবং জীবনব্যাপী শেখার দক্ষতা গড়ে তুলতে সহায়ক।

NEP 2020 অনুযায়ী, প্রাথমিক শিক্ষা শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ, অনুসন্ধান, সহযোগিতা এবং আত্মপ্রকাশকে অগ্রাধিকার দেয়, যা তাদেরকে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্থপূর্ণ জ্ঞান তৈরি করতে সাহায্য করে। নীতি নির্দেশ করে যে শেখা বহুমাত্রিক হতে হবে, যা সাংখ্যিক, ভাষাগত, সামাজিক, আবেগগত এবং সৃজনশীল বিকাশকে অন্তর্ভুক্ত করে। এটি শিশু-কেন্দ্রিক এবং সৃজনশীল শিক্ষণ

কৌশলের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে, যেখানে শিশুদেরকে অনুসন্ধান, প্রশ্ন করা, কল্পনা করা এবং সৃজনশীলভাবে কাজ করা প্রয়োজন, কেবল তথ্য গ্রহণ নয়।

NCF 2023 এই নীতিমালা আরও শক্তিশালী করে, পাঠ্যক্রমে নমনীয়তা ও উদ্ভাবন আনতে উৎসাহিত করে। শিক্ষকরা শিক্ষণ কৌশলগুলোকে শিক্ষার্থীর চাহিদা, আগ্রহ এবং সক্ষমতার সাথে মানিয়ে নিতে পারেন। ফ্রেমওয়ার্কটি স্পষ্টভাবে শিল্পকলা, নাট্যচর্চা, গল্পকথন, প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা এবং সংলাপভিত্তিক কার্যক্রমকে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করে, কারণ এই পদ্ধতিগুলো বোঝাপড়া, ধারণার স্থায়িত্ব এবং শিক্ষার অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করে। সৃজনশীল শিক্ষণ কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বিদ্যালয় বৈচিত্র্য, বহুমুখী বুদ্ধিমত্তা এবং বিভিন্ন শিক্ষার ধরনকে সমর্থন করা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিবেশ তৈরি করতে পারে।

অতীতে, নীতি নির্দেশিকা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং পেশাগত উন্নয়নে উৎসাহ দেয়, যাতে তারা শিশু-কেন্দ্রিক সৃজনশীল শিক্ষণ কার্যকরভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হন। শিক্ষককে সহায়ক, পরামর্শদাতা এবং সহ-শিক্ষার্থী হিসেবে দেখা হয়, যারা শিক্ষার্থীদের জ্ঞান নির্মাণে গাইড করে এবং কৌতূহল ও উদ্ভাবন বৃদ্ধি করে। নীতি নিরবচ্ছিন্ন মূল্যায়নের ওপর জোর দেয়, যেখানে ফরমেটিভ মূল্যায়ন, প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিফলনমূলক শেখাকে উচ্চ-ঝুঁকিপূর্ণ পরীক্ষার চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়, যা সৃজনশীল শিক্ষণ কৌশলের সাথে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ।

সংক্ষেপে, NEP 2020 এবং NCF 2023 প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনশীল শিক্ষণ কৌশল প্রয়োগের জন্য শক্তিশালী নীতিমালা ও পাঠ্যক্রম ভিত্তি প্রদান করে। অভিজ্ঞতাভিত্তিক, অংশগ্রহণমূলক এবং আনন্দময় শিক্ষায় তাদের জোর দেওয়া শিশু-কেন্দ্রিক সৃজনশীল শিক্ষণের গুরুত্ব প্রমাণ করে, যা সাংখ্যিক, ভাষাগত, সামাজিক, আবেগগত এবং সৃজনশীল দক্ষতা বিকাশে সহায়ক, এবং শিশুদের সমৃদ্ধ, অভিযোজিত ও উদ্ভাবনী শিক্ষার্থী হিসেবে গড়ে তোলে।

উপসংহার:

প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনশীল শিক্ষণ কৌশল শিশুদের সাংখ্যিক, ভাষাগত, সামাজিক, আবেগগত এবং সৃজনশীল দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে। শিশু-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের সক্রিয় শিক্ষার্থী, সমালোচনামূলক চিন্তাবিদ এবং দক্ষ যোগাযোগকারী হিসেবে গড়ে তোলেন। শিল্পকলা, গল্পকথন, প্রকল্প এবং দলীয় সংলাপের সংযোজন শিক্ষাকে কার্যকর, আনন্দদায়ক এবং অর্থপূর্ণ করে। সৃজনশীল শিক্ষণ মূলভিত্তি শক্তিশালী করে, সার্বিক বিকাশকে উৎসাহিত করে এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার জন্য দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে।

সৃজনশীল শিক্ষার প্রভাব গভীর: এটি শ্রেণীকক্ষকে জীবন্ত স্থানে রূপান্তরিত করে, যেখানে শিশুদের কল্পনাশক্তি সক্রিয় হয়, তারা জ্ঞান গঠন করে এবং তাদের ব্যক্তিত্ব প্রকাশের সুযোগ পায়। ফলস্বরূপ, শিশুদের সুখ, আত্মবিশ্বাসী এবং উদ্ভাবনী ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

রেফারেন্স তালিকা

- আহমেদ, সুমিতা। (২০১৮)। প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি এবং শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার প্রভাব। ঢাকা: শিক্ষাবিদ প্রকাশন।
- চক্রবর্তী, রঞ্জন। (২০১৯)। “শিশুর সৃজনশীলতা এবং সামাজিক দক্ষতা বিকাশে সৃজনশীল শিক্ষণ কার্যক্রমের ভূমিকা।” প্রাথমিক শিক্ষা গবেষণা জার্নাল, ৭(২), ৪৫-৬৫।

- দেব, অমল। (২০১৭)। শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষণ এবং সৃজনশীলতা বৃদ্ধি। কলকাতা: শিক্ষা প্রকাশন।
- গার্ডনার, হাওয়ার্ড। (১৯৮৩)। মাল্টিপল ইন্টেলিজেন্সের তত্ত্ব (Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences)। নিউ ইয়র্ক: বেসিক বুকস।
- পিয়াজে, জঁ। (১৯৭২)। শিশুর মনোবিজ্ঞান (The Psychology of the Child)। নিউ ইয়র্ক: বেসিক বুকস।
- ন্যাশনাল এজুকেশন পলিসি। (NEP 2020)। ভারত সরকার, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, নয়াদিল্লি।
- ন্যাশনাল কারিকুলাম ফ্রেমওয়ার্ক। (NCF 2023)। NCERT, নয়াদিল্লি।
- সরকার, অরুণ। (২০১৬)। “প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সৃজনশীল শিক্ষণ এবং শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার কার্যকারিতা।” শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান, ৫(১), ৩৫-৫৫।
- রায়, মধুসূদন। (২০২০)। প্রাথমিক শিক্ষায় প্রকল্পভিত্তিক ও সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতি। কলকাতা: শিক্ষা ও সমাজ প্রকাশন।

Citation: Mondal. M., (2025) “প্রাথমিক শিক্ষায় সৃজনশীল শিক্ষণ পদ্ধতির প্রভাব: শিশু-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-09, September-2025.